JAN. 0৬ 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বগুড়ায় দেশের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

সমুদ্র হক

বগুড়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অবশেষে শহরের বাইরে নতুন অবকাঠামোয় নির্মিত হচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের প্রথম আন্তর্জাতিকমানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে বগুড়ায়। এই দুই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য জায়গাও প্রায় চূড়ান্ত। সূত্র জানায়, এ মাসেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ওই দু'টি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিফলক উন্মোচন করবেন।

'৯২ সালে দেশে নতুন যে পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় বগুড়া তার একটি। গত প্রায় দশ বছরে নতুন অন্য চারটি মেডিক্যাল কলেজ ও তার নিজস্ব হাসপাতাল স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বগুড়া ছিল একেবারে লেজে গোবরে অবস্থায়। পুরনো সেই মেডিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ভবনে একাডেমিক ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে পাশের জেলার জেনারেল হাসপাতালকেই টিচিং হাসপাতালে রূপান্তর করে যে জগাখিচুড়ি অবস্থার সৃষ্টি হয় তার সুরাহা এতদিনেও হয়নি। বহুবার বিষয়টি নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এক পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজের নিজস্ব হাসপাতাল নির্মাণের ফলকও উন্মোচন করা হয়। তার পর অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যায়। কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হয় এভাবে। এর পর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বগুড়া-রংপুর বাইপাস মহাসড়কের পাশে বারবাকপুরে বগুড়া

মেডিক্যাল কলেজ হবে নতুন অবকাঠামোয় ॥ এ মাসেই উদ্বোধন

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ৬০ একর জায়গা নির্বাচন করা হয়। খাস এই ভূমির ওপরই গড়ে তোলা হবে বগুড়া মেডিক্যাল কলেজ, একাডেমিক ভবন, হোস্টেল ও ৫শ' শয্যার হাসপাতাল।

সূত্র জানায়, এই হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে। বর্তমানে যেটি (মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল) টিচিং হাসপাতাল সেটিই জেলার জেনারেল হাসপাতাল হিসাবে বহাল থাকবে। প্রস্তাবে বলা হয়, হালে উত্তরবঙ্গ মহাসড়কে দুর্ঘটনার হার বেড়ে যাওয়ায় আর বগুড়া উত্তরাঞ্চলের মধ্যশহর হওয়ায় জেনারেল হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা আড়াই শ' থেকে আরও বাড়ানো দরকার।

এদিকে দেশের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শহরতলির ছয়পুকুরে ১শ' একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ওই স্থানে ভারি শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য '৮১ সালে প্রায় ১৬ একর জায়গা হুকুম দখল করা হয়। বর্তমানে হুকুম দখল করা ওই জায়গাসহ আরও ৮৪ একর জায়গা নিয়ে মোট ১শ' একর ভূমির ওপর আন্তর্জাতিকমানের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান উল্লিখিত দু'টি জায়গা পরিদর্শন করে গেছেন। সূত্র জানায়, উল্লিখিত দু'টি প্রতিষ্ঠান এখন উল্লিখিত জায়গাতেই স্থাপিত হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।